দৈনিক বাংলা

তারিখ ...0.7 SEP 1994 .. ..
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

০৮

## দুর্নীতির অভিযোগ

# সরকারী চারুকলা কলেজে অচলাবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর।—বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী চারুকলা কলেজ আবারো বন্ধ হয়ে গেছে। স্বেচ্ছাচারিতা দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের বৈঠক চলাকালে কলেজের ৫ জন ছাত্রের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হলেও তা করা হয়নি। ফলে এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রামের সার্সন রোডের মনোরম পরিবেশে ১৯৭৩ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কতিপয় চিত্র শিল্পীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ১৯৮৪ সালে এটিকে জাতীয়করণ করা হয়। গত কয়েক বছর যাবৎ কতিপয় শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে কলেজের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ।

স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গত ১৯ জুন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষা এ ব্যাপারে সমাধানের পথে না গিয়ে কলেজ বন্ধ করে দেন। কলেজের গত বিশ বছরের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম।

চারুকলা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য এই কলেজের শিক্ষাকর্যক্রম ও শিল্পপদ্ধতি অন্যান্য কলেজ হতে ভিন্নতর বিধায় কলেজ বন্ধ থাকলে ছাত্রছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

এহেন অবস্থায় চট্টগ্রামের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের বৈঠকে যৌক্তিক দাবি পূরণের আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ দশজন ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার না করে একজন পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে ভয় দেখালে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ছাত্রছাত্রীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, কলেজে পাঁচ বছরে ২টি বিভাগে প্রায় ১৫টির মত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। বিষয়ের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মিলিয়ে মাত্র দশজন। এর মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষক মাত্র চারজন। এদের মধ্যে দুজন শিক্ষক সরকারী কলেজে চাকরিরত থাকা সত্ত্বেও একজন একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ড্রইং শিক্ষক ও অপরজন একটি বেসরকারী স্কুলে শরীর চর্চা শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন বেআইনী-ভাবে। এ ছাড়া, দুজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবৎসর তাদের জন্য শিল্প সামগ্রী ক্রয়ের বরাদ্দ টাকা, অতিথি শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ সরকারী অনুদান আত্মসাৎ, ১৯৯২ ও ৯৪ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রদর্শনীর টাকা আত্মসাৎসহ বিভিন্ন ব্যক্তির দেয়া টাকা আত্মসাৎসহ ছাত্রছাত্রীদের শিল্প কর্মের অবমাননার অভিযোগ করেছেন। তাঁরা এসব বিষয়ের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে কলেজের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়েছেন।

১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামের সার্সন রোডের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী রশীদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুর্তজা বশীর, শিল্পী মবিহউল আলমের উদ্যোগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।